21 MAY 2017

শিক্ষক সংকটে লালমনিরহাট সরকারি কলেজ

মিজানুর রহমান মিজু, লালমনিরহাট ●

উত্তরের সীমান্ত জেলা লালমনিরহাট। আর্থ-সামাজিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জেলার জনগণ দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক পিছিয়ে। এ জেলার জনগণের উচ্চশিক্ষার জন্য লালমনিরহাট সরকারি কলেজ একমাত্র ভরসা হলে নানা সমস্যায় প্রতিনিয়তই শিক্ষার মান ব্যাহত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির। ১৯৮৪ সালে জাতীয়করণের পর নানা সমস্যায় এক রকম খুঁড়িয়ে চলছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান সমস্যা হলো শিক্ষক, অবকাঠামো ও পরিবহন সমস্যা। এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি (পাস), ১০টি বিষয়ে অনার্স ও ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অনার্সের ক্ষেত্রে ৭ জন এবং মাস্টার্সের ক্ষেত্রে ১২ জন শিক্ষকের পদ থাকার কথা। বাস্তবে অধিকাংশ বিভাগে ২ জন এবং অবস্থাভেদে কোনো বিভাগে সর্বোচ্চ ৫ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। এই কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের পদ মাত্র ৩টি এবং অধ্যাপকের কোনো পদ নেই। এ ছাড়া শুরু থেকে কলেজটির প্রদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। বর্তমানে কলেজে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এবং অর্থনীতি বিভাগে কোনো শিক্ষক কর্মরত নেই। অন্যান্য বিভাগে একজন বা দুজন করে শিক্ষক কর্মরত আছেন। এই স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক নিয়ে কলেজ প্রশাসন শিক্ষার্থীদের পাঠদানে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী রায়হান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষকের সংকটের কারণে আমাদের অধিকাংশ ক্লাসই ঠিকমতো হয় না। তা ছাড়া কলেজ হোস্টেল ও পরিবহন ব্যবস্থা না থাকার কারণে ভেঙে পড়েছে কলেজের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা– এমন দাবি কলেজটির অনেক শিক্ষার্থীর।

কলেজের অধ্যক্ষ, প্রফেসর মুহ. সুজন শাহ-ই-ফজলুল বলেন, বলেন, ৩৫তম বিসিএসে নিয়োগের আগে শিক্ষকের চাহিদা জানিয়ে মাউশি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অবহিত করা হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে ৩৫তম বিসিএস থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মাত্র ১ জন শিক্ষক। অন্যান্য সমস্যার বিষয় তিনি বলেন, দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা না থাকায় দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারে না।